করোনার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি চিকিৎসক দম্পতি

ত্রুটির জন্য পরীক্ষা হল না ভিআরডিএলে

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এবার চিকিৎসক দম্পতি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। চক্ষু বিভাগের ওই মহিলা চিকিৎসকের স্বামী বিদেশ থেকে আসার পরেই অসুস্থ বোধ করেন। তাঁর স্ত্রীরও একই উপসর্গ ধরা পড়ায় ঝুঁকি না নিয়ে দুজনকেই আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মেডিকেলে এক শিশু সহ মোট আটজন রোগী আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন দুবাই থেকে ফিরেছেন। এদিকে গোটা রাজ্য পুরোপুরি লকডাউন থাকায় এদিনও কোনও নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো যায়নি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেই এই নমুনা পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে কর্তৃপক্ষের আশা। তবে স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে এদিন কোনও তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার সরাসরি জানিয়েছেন, এসব নিয়ে কিছু বলা যাবে না। যা বলার স্বাস্থ্য ভবন বলবে।

মঙ্গলবার রাত থেকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে পাঁচজন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে মোট আটজন রোগী আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে মেডিকেলের ওই মহিলা চিকিৎসক গত রাতেই ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই মহিলার স্বামী সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফেরার পরেই জ্বর, সর্দির উপসর্গ দেখা দেয়। তারপরেই ওই চিকিৎসকও অসুস্থ বোধ করায় কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাঁরা আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। তবে এদিন কারও থুতুর নমুনা পরীক্ষা করা যায়নি। মঙ্গলবার রাতেই পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে এখানে নমুনা পরীক্ষার জন্য ছাড়পত্র এসেছে। মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করার জন্য ২০০ কিটও পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কিন্তু মেশিনে কিছু কারিগরি ত্রুটির জন্য এদিন নমুনা পরীক্ষা করা যায়নি। বৃহস্পতিবার থেকে এখানে নমুনা পরীক্ষার কাজ শুরু হবে বলে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে, যে চিকিৎসক করোনার উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সেই বিভাগের অন্য চিকিৎসকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কেননা ওই চিকিৎসক তিনদিন আগেও বিভাগে এসে ডিউটি করেছেন। এছাড়া বুধবার দুবাই থেকে ফেরা এক শিশু সহ তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ মেলায় তাঁদেরও আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এবং লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই মেডিকেলে রোগীর হার কমতে শুরু করেছে। প্রতিদিন গড়ে যেখানে প্রত্যেকটি বিভাগে ২০০-২৫০ জন করে রোগী আসেন সেখানে বুধবারও বিভিন্ন বহির্বিভাগে কোথাও ১৫ জন, কোথাও ২০ জন করে রোগী চিকিৎসার জন্য এসেছেন।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথ মঞ্চ

হেলাপাকড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় হেলাপাকড়িতে যৌথ মঞ্চ গঠিত হল। এলাকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একত্রিত হয়ে এই মঞ্চ তৈরি করে। করোনার আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশজুড়ে লকডাউন জারি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে অবিরাম সতর্কতামূলক প্রচার চলছে। তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ সরকারি নির্দেশ অমান্য করছেন। হাট, বাজার, পাড়ার মোড়ে বিনা কারণে জমায়েত করছেন, যা এলাকার স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবার জরুরি বৈঠক করল হেলাপাকড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। হেলাপাকড়ি নাগরিক মঞ্চ, ব্যবসায়ী সমিতি, নেতাজি ক্লাব, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, বিবেক সংঘ সহ অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মহম্মদ নুরএবনে সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এই অঞ্চল বাদেও আশপাশের অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক মানুষের মূল কেন্দ্রস্থল হেলাপাকড়ি বাজার। করোনা মোকাবিলায় এই বাজারে জমায়েত নিয়ন্ত্রণে যৌথ প্রচেষ্টা চলছে। সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে বাজারে অযথা ভিড় করছে একশ্রেণির মানুষ। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকানগুলিতেও ক্রেতাদের ভিড় জমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রশাসনের ভরসায় বসে থাকা উচিত নয়। তাই বিভিন্ন সংগঠন একত্রিত হয়ে যৌথ মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে এই মঞ্চ। পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা রায় বলেন, 'করোনা মোকাবিলায় এলাকার বিভিন্ন সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সঙ্গে আছে।'

করোনা মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বৈঠক। ছবি : উৎপল সেন

করোনা নিয়ে ভুয়ো খবরে আতঙ্ক রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : করোনা নিয়ে ভুয়ো খবরের জেরে আতঙ্ক ছড়াল রাজগঞ্জে। রাজগঞ্জে একজন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ছড়ায়। একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের নাম ও লোগো ব্যবহার করে ওই ভুয়ো খবর বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, রাজগঞ্জে কোনও করোনা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি, খবরটি পুরোপুরি ভুয়ো। যে বা যারা ভুয়ো খবর প্রকাশ করেছে, তাদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো রাজগঞ্জেও বহু মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করেন। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ার পর অনেকেই বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের হোম কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়েছে। এর মধ্যেই গুজব ছড়ায় রাজগঞ্জের ভোলাপাড়ায় একজন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অনেকেই এই নিয়ে বিডিও অফিসে ফোন করেন। শেষ পর্যন্ত বুধবার সন্ধ্যায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে বিডিও এন সি শেরপা, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভদীপ সরকার এবং রাজগঞ্জ থানার ওসি কেসাং লামা ছিলেন। জানা গিয়েছে, ওই ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেওয়া লোকের খোঁজে সাইবার ক্রাইম ও গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজ শুরু করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'ভিনরাজ্য ও ভিনদেশ থেকে আসা ৮০৬ জনকে হোম কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ভোলাপাড়ার মাত্র চারজন রয়েছেন। কিন্তু সেখানে করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে বলে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'যদি কারও করোনা ভাইরাসের পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায় তা ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে আসার কথা। খবরটি আগেই সংবাদমাধ্যমে পৌঁছাবে না। কাউকে আতঙ্কিত না হতে অনুরোধ করছি।' বিডিও এন সি শেরপা বলেন, 'রাজগঞ্জ ব্লকে এখনও পর্যন্ত কারও করোনা ভাইরাসের পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের নাম করে খবর ছড়ানো হয়েছে, তারাও জানিয়েছে, এই ধরনের খবর তারা সম্প্রচার করেনি। যে বা যারা ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মানবিক মুখ

চোপড়া, ২৫ মার্চ : লকডাউনে আটকে পড়া ভিনরাজ্যের এক শ্রমিক পরিবারের পাশে দাঁড়াল চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিক পরিবারটি চোপড়ার ভৈষপিটা এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে এলাকায় কাজ করত। কিন্তু লকডাউনের পরে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে তারা। সে কথা শুনে বুধবার ওই পরিবারকে নগদ কিছু টাকা, আলু ও আটা দেওয়া হয়েছে বলে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিন জানিয়েছেন।

করোনার থাবা

পরিস্থিতি সামাল দেওয়া নিয়ে চিন্তায় স্বাস্থ্যকর্তারা

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : শিলিগুড়িতে ২০০১ সালের অজানা জ্বরে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুর পরেও শিক্ষা নেয়নি স্বাস্থ্য দপ্তর। যার ফলস্বরূপ শুধু শিলিগুড়িই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোই এখনও সেভাবে উন্নত নয়। করোনা ভাইরাস নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গে যদি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে তবে সেই রোগীদের চিকিৎসা করার মতো কোনও পরিকাঠামোই এখানে নেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসার পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। না আছে সিটি স্ক্যান মেশিন, না আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভেন্টিলেটর। এমনকি চিকিৎসকের অভাবও প্রচণ্ডভাবেই ভাবাচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব বলেন, 'যে পরিকাঠামো রয়েছে তা নিয়েই আমরা রোগী পরিষেবা দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করছি। বেশ কিছু 'ইকুইপমেন্টস' দ্রুত চলে আসবে।'

২০০১ সালে শিলিগুড়িতে মারণ জ্বরে ৭০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জ্বরে আক্রান্ত মানুষগুলি কীভাবে মারা যাচ্ছেন তা কোনওভাবেই সেই সময় বুঝে উঠতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর। কেননা, সেই সময় স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে উন্নত ল্যাবরেটরি ছিল না। যদিও বছর ছয়েক পর জানা যায় যে নিপা ভাইরাসের কারণেই মানুষগুলির মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী তথা শহরের বর্তমান মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ২০০১ সালে যে চিকিৎসা পরিকাঠামো ছিল তার চেয়ে এখন তেমন কোনও উন্নয়ন হয়নি। তবে, সেই সময় আমরা একজোট হয়ে ময়দানে নেমেছিলাম। চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীরাও নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কোনো পজিটিভ রোগী পাওয়া যায়নি। তবে যে কোনও সময় এখানেও এই রোগে আক্রান্তের খোঁজ মিলতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা বলছেন, একজন করোনা ভাইরাসের পজিটিভ রোগী পাওয়া গেলেই তরতর করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর সেই সময়ই পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্তমানে ১৪ শয্যার আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে। শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর মতো পরিকাঠামো সেখানে নেই। ফলে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে অন্য কোনও ওয়ার্ড বন্ধ করে সেখানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ মতো একটি রেসপিরেটরি আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে যে ধরনের সমস্ত পরিকাঠামো থাকার কথা তা এখনও নেই। চিকিৎসকরাই বলছেন, এই আইসোলেশন ওয়ার্ডে খুবই সংকটজনক রোগীদের রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর জন্য ভেন্টিলেটর মেশিন থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি অক্সিজেনের সরবরাহ থাকতে হবে। কিন্তু মেডিকেলে যে কয়েকটি ভেন্টিলেটর রয়েছে সেগুলি সবই সিসিইউ এবং প্রসূতি বিভাগের হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রয়েছে। ফলে এখানে রোগী এলে কী চিকিৎসা করা হবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন চিকিৎসকরা। একটি সিটি স্ক্যান মেশিন গত তিন বছর ধরে আসবে আসবে করছে, কিন্তু আজও এসে পৌঁছায়নি। ফলে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রোগীদের সিটি স্ক্যান করার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির কাজও মাঝপথে থমকে রয়েছে। সঠিক সময়ে এই সুপারস্পেশালিটি চালু হয়ে গেলে আজ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রস্তুত থাকত মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'দ্রুত আমরা ছয়টি ভেন্টিলেটর মেশিন পাব বলে জানতে পেরেছি। করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ধীরে ধীরে গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার সহ অন্যান্য জিনিসপত্রও আসছে।'

লাটাগুড়িতে আটকে ১২ জন পর্যটক

লাটাগুড়ি, ২৫ মার্চ : লকডাউনের জেরে লাটাগুড়িতে আটকে পড়েছেন ১২ জন পর্যটক। ট্রেন ও বাস বন্ধ থাকায় বাড়ি ফিরতে না পেরে বেকায়দায় দক্ষিণবঙ্গের ওই পর্যটকরা। লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে কার্যত বন্দি তাঁরা। এদিকে, প্রতিদিন রিসর্টে থাকা-খাওয়ার খরচ বহনের টাকাও প্রায় ফুরিয়ে আসছে ওই পর্যটকদের। তবে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ওই পর্যটকদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মালের বিডিও হাসিন জাহেরা রিজভি।

জানা গিয়েছে, ১৭ মার্চ উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসেন কলকাতার একদল পর্যটক। ১৯ তারিখ তাঁরা লাভায় পৌঁছোন। এরই মাঝে করোনা আতঙ্কে পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় পাহাড়। তখন ওই পর্যটকরা পাহাড় ছেড়ে লাটাগুড়িতে চলে আসেন। লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে ওঠেন তাঁরা। দুই ব্যবসায়ী শুভেন্দু অধিকারী, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, দুই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী প্রবীর মুখোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার মাহাতো ও তাঁদের পরিবারের সদস্য মিলে মোট ১২ জন রয়েছেন ওই পর্যটকের দলে। কলকাতার বেহালার বাসিন্দা প্রদীপবাবু জানান, তাঁদের ২৩ মার্চের ট্রেনের টিকিট ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, ২২ তারিখ পর্যন্ত লাটাগুড়িতে থেকে তারপর বাড়ি ফিরবেন।

আটকে পড়া পর্যটকের দল। ছবি : শুভদীপ শর্মা

এদিকে, ওইদিনই লাটাগুড়ির সমস্ত রিসর্ট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন রিসর্ট মালিকরা। তবে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে ওই পর্যটক দলটিকে ২২ তারিখ পর্যন্ত থাকার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু ২৩ মার্চ রাতে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে ওই পর্যটকরা আটকে পড়েন। কলকাতার আগরপাড়ার বাসিন্দা ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী প্রবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়ব তা ভাবতে পারিনি।' রানাঘাটের ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা রয়েছেন। তাঁরা কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন সে চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন,

'কবে সবকিছু স্বাভাবিক হবে তা জানা নেই। তার ওপর হাতে যে টাকা ছিল তাও শেষের পথে। কীভাবে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। সকলেই বাড়ি ফেরার জন্য এখন প্রশাসনের ওপর ভরসা করে আছেন।'

এ বিষয়ে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, তাঁরা ওই পরিবারটিকে সবরকম সহযোগিতা করবেন। তবে প্রশাসন যদি ওই পরিবারটিকে বাড়ি ফেরানোর কোনও ব্যবস্থা করে তবে খুব ভালো হয়। মালের বিডিও হাসিন জাহেরা রিজভি জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়ে বিপাকে শ্রমিকরা

করণদিঘি, ২৫ মার্চ : ইসলামপুরে কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের একাধিক শ্রমিক। তাঁরা এখন বাড়ি ফিরতে আগ্রহী। তবে লকডাউন থাকায় বাড়ি ফেরার বাস না পেয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছেন তাঁরা। একদিকে মিল বন্ধ, অন্যদিকে বাড়ি ফেরার উপায় নেই। তাঁদের সমস্যার ব্যাপারে খগেন সিং ও গৌতম সিং জানান, তাঁদের বাড়ি করণদিঘির বিলাসপুরে। ইসলামপুরের রাইস মিলে তাঁরা শ্রমিকের কাজ করতে এসে আটকে পড়েছেন। কোনওভাবেই বাড়িতে ফেরার রাস্তা নেই। সবকিছু বন্ধ। একটা চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাড়ির সদস্যরা কেমন আছেন তা ভেবেই রীতিমতো উদ্বিগ্ন তাঁরা। আদৌ কবে বাড়ি ফিরতে পারবেন তা জানা নেই কারও।

মাঠে বাজার বসানোর সিদ্ধান্ত

চোপড়া, ২৫ মার্চ : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারগুলিতে ভিড় সামলাতে এবার ফাঁকা মাঠে দূরত্ব বজায় রেখে মাছ-মাংস ও সবজির দোকান বসানোর সিদ্ধান্ত নিল ব্লক প্রশাসন। এর জন্য এলাকার বিভিন্ন মাঠ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকায় মাইকিং করে জানানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিডিও জুনেইদ আহমেদ বলেন, ঘিঞ্জি এলাকায় যাতে একসঙ্গে অনেকে ভিড় না করেন সেজন্য এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বাজার কমিটিগুলির সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

জমি বিবাদে আহত ৪

চোপড়া, ২৫ মার্চ : জমির মালিকানা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বুধবার উত্তেজনা ছড়াল লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যত্রাগছায়। সংঘর্ষে আহত চারজনকে স্থানীয় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদ সদস্য আজিজ আহমেদ জানান, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝামেলা বাধে। চারজন আহত হয়েছেন। ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে চোপড়া থানা সূত্রে খবর।

৫০ লক্ষ দান করলেন সাংসদ

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। বুধবার তিনি জানান, বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মহামারির রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের পরিচর্যা ও ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে ৫০ লক্ষ টাকা জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে বরাদ্দ করেছেন।

মিষ্টি বিতরণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : লকডাউনে এক মিষ্টি বিক্রেতা প্রায় চারশো পরিবারের হাতে হাজারখানেক মিষ্টি তুলে দিলেন। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর জগন্নাথপুরের ওই ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ রেখে মিষ্টি তৈরি করেন। এরপর বিধাননগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় ভীমবার স্নেহাশ্রম, হরেকৃষ্ণপল্লি, ভুরিয়াখালি, হাঁড়িপাড়া, মিলনপল্লি এলাকায় প্রায় চারশো পরিবারের কাছে ওই মিষ্টি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মিষ্টি ব্যবসায়ী জয়ন্ত রায় জানিয়েছেন, লকডাউনে মিষ্টিপ্রেমী মানুষের কথা চিন্তা করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

স্যানিটাইজার উৎপাদন ও বিপণন শুরু

নকশালবাড়ি, ২৫ মার্চ : জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন শুরু করল। নকশালবাড়ি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে স্বনির্ভর দলের বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন শুরু হল। প্রতিদিন গড়ে ২০ লিটার করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন হচ্ছে।

নকশালবাড়ি এভার গ্রিন হর্টিকালচার সংঘ এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ৬০ মিলিলিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজারের দাম রাখা হয়েছে ৩০ টাকা। প্রকল্প অধিকর্তা সৌমেন্দু বিশ্বাস জানান, 'স্বনির্ভর দলের তৈরি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ছাড়াও মাস্কের দাম রাখা হয়েছে ২৫ টাকা। পাইকারিভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত বিপণনকেন্দ্রে এগুলো পাওয়া যাবে।

কোয়ারান্টিন সেন্টারে আরও ১

নকশালবাড়ি, ২৫ মার্চ : হাতিঘিসা কোয়ারান্টিন সেন্টারে বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য এর আগেই কোচবিহারের ৩ জন, অসমের ১ জন ভরতি ছিলেন। মঙ্গলবার বিকালে মাটিগাড়ার ১ জনকে এখানে ভরতি রাখা হয়েছে। বর্তমানে এখানে ভরতি ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫।

এদিকে লকডাউন ঘোষণার পর যানবাহনের চলাচল বন্ধ হলেও রাস্তায় বাইকের দাপট বন্ধ হয়নি। হেলমেট ছাড়া অনেকেই বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে রাস্তায়। লাগাতার প্রচার চললেও কিছু মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে। বুধবার পুলিশের তরফে মাইকিং করে সচেতনতা প্রচার করা হয়। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেও প্রচার করা হয়। বাজার প্রায় ফাঁকা থাকলেও মুদিখানার দোকান ও চালের দোকানগুলিতেও ভিড় ছিল। লকডাউন উপেক্ষা করে অনেককেই বিনা কারণে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে এবং গল্প করতে দেখা গিয়েছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

চোপড়া, ২৫ মার্চ : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় চোপড়া থানার সুভানদীগছ আদ্রাগুড়ি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম নেন্দু ওরাওঁ (৪০)। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান নেন্দু ওরাওঁ মাদকাসক্ত ছিলেন। নেশার টাকা না পেয়েই আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভিনরাজ্য ফেরতদের নিয়ে জেলাজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে গত কয়েকদিনে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তত ১০ হাজার শ্রমিক ঘরে ফিরেছেন। যাঁদের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়নি। যার ফলে এই ভিনরাজ্য ফেরত শ্রমিকদের নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এমনকি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বদলীয় বৈঠক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, সিপিএম নেতা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন দাস এবং প্রাক্তন বিধায়ক তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায় প্রমুখ।

শুধু জলপাইগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডেই ১০ জন ভিনরাজ্য থেকে ফিরেছেন। এঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এছাড়াও, ধূপগুড়ি, বানারহাট, রাজগঞ্জ, দক্ষিণ বেরুবাড়ি, নগর বেরুবাড়ি, খারিজা বেরুবাড়ি-১, খারিজা বেরুবাড়ি-২, মণ্ডলঘাট, নন্দনপুর-বোয়ালমারি, পাতকাটা, বারোপাটিয়া-নতুনবস এবং চা বাগিচাগুলিতে শ্রমিকরা ফিরে এসেছেন। বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, কেরল, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং দিল্লি থেকে বহু শ্রমিক জলপাইগুড়ি জেলাতে ফিরেছেন। এর পাশাপাশি যাযাবরদের নিয়েও সমস্যায় পড়েছে খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে মাঠের মধ্যে ৫০ জন যাযাবর বাস করছেন। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ওই ৫০ জন যাযাবরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে। এদিকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষের কাছে জরুরি চিঠি লিখে কলেজের ঘরগুলিতে কোয়ারান্টিন পরিষেবা চালুর জন্য অনুমতি চেয়েছেন। প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের একটি অডিটোরিয়াম এবং একটি মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংকে কাজে লাগানোর কথা ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে। খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেবতী রায় জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে ১ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ফিরে এসেছেন। তাঁদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে তথ্য গোপন করছেন। তাঁরা গ্রামে স্বাভাবিক চলাফেরাও করছেন। ফলে গ্রামের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। এর উপর যাযাবররা এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্যাম্প করে খোলা আকাশের নীচে থাকছেন। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। গোবিন্দ রায় বলেন, 'ফিরে আসা শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেননি। ফলে আমরা উদ্বিগ্ন।' এদিকে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারির সঙ্গে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা। সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক জিতেন দাস বলেন, ব্লকস্তরে প্রতিটি ব্লক সদরে কোয়ারান্টিন সেন্টার করা জরুরি। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, ফিরে আসা প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, জেলা প্রশাসন বিষয়টির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক রঞ্জন দাস জানিয়েছেন, ভিনরাজ্য থেকে ফেরত আসা জলপাইগুড়ির শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা চলছে ব্লকে ব্লকে।

জলপাইগুড়ি পিসি শর্মা মোড়ে জঞ্জাল পড়ে রয়েছে। ছবি : সমীর

যৌনপল্লি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ২১ দিন যৌনপল্লি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বুধবার। এদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলার, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। যৌনপল্লিতে থাকা পঞ্চাশটি বাড়ির মধ্যে আটচল্লিশটি বাড়িই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। বাকি দুটি বাড়িকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুর্বার-এর সদস্য মহম্মদ জামির।

এলাকার পঞ্চাশটি বাড়ি মিলে সাড়ে তিনশো যৌনকর্মী আছেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মোট জনসংখ্যা প্রায় হাজার। যৌনপল্লিতে শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য থেকে 'খদ্দের' আসে। ফলে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে যৌনকর্মীদের পাশাপাশি দুর্বার-এর সদস্য ও স্থানীয় কিছু বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ। একদিকে সংক্রমণ ছড়ানোর ভয়, অন্যদিকে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে যৌনপল্লি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তবে আলোচনায় যৌপল্লি বন্ধের বিষয়টি উঠতেই যৌনকর্মীদের একাংশ নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। অনেকে বলতে থাকেন, 'আমরা দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষ, যৌনপল্লি বন্ধ থাকলে আমরা খাব কী?' দুর্বার-এর সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু বাসিন্দা চাল, ডাল সহ অন্য সামগ্রী ওই যৌনকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আমরা আপাতত ২১ দিন যৌনপল্লি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এদিন থেকে যৌনপল্লি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।' মহম্মদ জামির বলেন, 'আমাদের সিদ্ধান্তের কথা পুলিশ ও প্রশাসনকেও জানিয়েছি। যৌনপল্লিতে থাকা বাড়িগুলিকেও এ বিষয়ে অবগত করা হচ্ছে।'

কাঁচা চা পাতা তোলা বন্ধ রয়েছে

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : বাগানের চা গাছে পাতা নেই। ফলে কাঁচা চা পাতা তোলা ও তা বিক্রি করে বন্ধ রায়পুর বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা করা বন্ধ রয়েছে।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক অনটনের কারণে শ্রমিকরা বাগানের চা গাছে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারছেন না। শ্রমিকদের বাগান পরিচর্যার সামর্থ্য না থাকায় কাঁচা চা পাতার ফলন সেরকম হয়নি। তাই জানুয়ারি মাস থেকে কাঁচা চা পাতার তোলার কাজ পুরোপুরি বন্ধ। এতে রায়পুর চা বাগানের ছয় শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী বিপাকে পড়েছেন। সরকারি জিআর শ্রমিকদের ভরসা।

বাগানের সাব-স্টাফ মোঙরা রজক বলেন, 'রায়পুর চা বাগানে সরকারের পক্ষ থেকে ফাওলইয়ের টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের একটি বড় অংশ এখনও ফাওলইয়ের টাকা পায়নি। এ বিষয়ে শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বাগানে চায়ের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য পদক্ষেপ করা জরুরি।'

পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হেমব্রম বলেন, 'রায়পুর চা বাগানের সমস্যার বিষয়ে তাঁরা প্রশাসনকে বিস্তারিত জানিয়েছেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'